মেহেরপুরে জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার (১৪ জুলাই) সকাল ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন।

এসময় পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শামীম ভূঁইয়া, পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সরকারি মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আন্দুল্লাহ আল আমীন, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রতীম কুমার সাহা, মুজিবনগর উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাদাত আহমেদ রত্ন, জেলা কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্র দত্ত, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কাজী কাদের মোঃ ফজলে রাব্বি, ডা.অলোক কুমার দাস, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও এসময় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নীলা হাফিয়া, ইফার উপ-পরিচালক সিরাজুম মুনির, মৎস্য কর্মকর্তা রোকনুজ্জামান, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাশেম, সরকারি কলেজের প্রভাষক মুন্সী রাশেদুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালিত

মেহেরপুরে মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৪ পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য

র্যালি, আলোচনা সভা ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসন ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আয়োজনে আজ রবিবার (১৪ জুলাই) সকাল ১০ টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এর আগে “মাদকের আগ্রাসন দৃশ্যমান, প্রতিরোধেই সমাধান” এই প্রতিপাদ্যে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি বাদ্যের তালে তালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন।

সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌসের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শামীম ভূঁইয়া, পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ পরিচালক সিরাজুম মনির, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. অলোক কুমার দাস প্রমূখ বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও এসময় জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে পরিদর্শক আবুল হাশেম, জেলা কমান্ড আনসার ভিডিপি প্রদীপ চন্দ্র দত্তও উপস্থিত ছিলেন।

পরে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পাখিভ্যান হারিয়ে প্রতিবন্ধী জিয়ারুল এখন দিশেহারা

কোনো কাজ করতে পারেননা প্রতিবন্ধী জিয়ারুল ইসলাম (৩২)। অন্যের কাছে ধারদেনা করে ইঞ্জিনচালিত একটি পাখিভ্যান কেনেন তিনি। এই ভ্যান চালিয়েই চার সদস্যের মুখে আহার জোগাতেন তিনি। ছিনতাইকারীর হাতে পাখিভ্যানটি হারিয়ে প্রতিবন্ধী জিয়ারুল ইসলাম এখন দিশেহারা

হয়ে পড়েছেন।

প্রতিবন্ধী জিয়ারুল জেলার গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের উত্তরপাড়ার নায়েব আলীর ছেলে। তিনি জানান, ‘গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে ভ্যানটি নিয়ে বাড়ি থেকে গাংনী উপজেলা শহরে যাচ্ছিলাম। হাড়িয়াদহ ও মালশাদহ মাঠে পৌছানো মাত্রই ৫/৭ জনের ছিনতাইকারী দল আমার পাখিভ্যানটি ছিনিয়ে নেয়। পরে চোখ বেঁধে সড়কের পাশেই মাঠের মধ্যে গাছের সাথে বেঁধে রাখে।’

একই সময়ে ওই সড়কে যাত্রী বোঝাই আলী হোসেন নামের অপর ভ্যান চালকের পাখিভ্যান ছিনতাইয়ের চেষ্টা চালায় ওই দলটি। আলী হোসেন ও তার ভ্যানের যাত্রীরা চিৎকার করলে তারা পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে রাতেই গাংনী থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

রাইপুর ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের সদস্য রাজু আহমেদ বলেন, ‘খবর পেয়ে আমি ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম পুলিশের একটি টিম নিয়ে ঘটনাস্থল যাই। ইতোমধ্যে ভ্যানটি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

এদিকে আজ রবিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর এ্যাডিশনাল পুলিশ সুপার আব্দুল করিম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলামসহ পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এসময় তারা ঘটনাস্থলের পাশেই ইটভাটার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন।

গাংনীর জোড়পুকুরিয়াতে আগুনে পুড়লো দরিদ্র মাছ ব্যবসায়ীর স্বপ্ন

গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে এক দরিদ্র মাছ ব্যবসায়ী বসতবাড়িসহ গোয়াল ঘরে থাকা ২টি গরু পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে।

আজ রোববার সকাল ১১ সাহারবাটি ইউনিয়নের জোড়পুকুরিয়া গ্রামের সাইরপাড়া এলাকার মাছ ব্যবসায়ী হারান আলীর বসতঘরে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। হারান আলী ওই এলাকার চান আলী’র ছেলে। এঘটনায় ওই কৃষকের কমপক্ষে ৪ লাখ টাকার ক্ষতিসাধন হয়েছে বলে জানান ভুক্তভোগী গৃহকর্তা।

অগ্নিকান্ডের ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের ১ নং ওয়ার্ডের সদস্য শাহাবুদ্দীন। তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এসময় হারান আলীর ছোট বোন রঙ্গিলা ও স্বামী পরিত্যক্ত বাছেনা খাতুনের ঘরবাড়িও পুড়ে গেছে। জানা গেছে, জোড়পুকুরিয়া গ্রামের সাইরপাড়া বাসিন্দা হারান আলী পেশায় একজন মাছ ব্যবসায়ী। সময়ে সময়ে তিনি দিনমজুরী কাজও করেন। তাদের বসতঘর লাগোয়া ছিল গরুর গোয়াল ঘর। আজ সকাল ১১ টার দিকে তার বোন রঙ্গিলা খাতুনের বসতঘরে বৈদ্যুতিক সটসার্কিট থেকে অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত ঘটে। ওইসময় আগুন মুহূর্তে বসতঘর থেকে পাশের গোয়াল ঘর ও খড়ের গাদায় ছড়িয়ে পড়ে।

ইউপি মেম্বর শাহাবুদ্দীন বলেন, ওইসময় বসতঘরে পরিবার সদস্যরা ছিলোনা। আগুন ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়রা পানি ছিটিয়ে নেভানোর পাশাপাশি বামন্দী ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। ততক্ষণে গোয়াল ঘরে থাকা ২টি গরু পুড়ে অঙ্গার হয়ে যায়। অগ্নিকান্ডে বসতঘরের সঙ্গে নগদ সাড়ে ৬ হাজার টাকা, আসবাবপত্র ও বিভিন্ন মালামাল পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যায়। বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

খবর পেয়ে বামন্দী ফায়ার স্টেশনের পানিবাহি গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও ততক্ষনে কৃষক দরিদ্র মাছ ব্যবসায়ী হারান আলী, রঙ্গিলা খাতুন ও বাছেনা খাতুনের সহায় সম্বল আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বর্তমানে খোলা আকাশের নিচে রয়েছে তিনটি পরিবারের সদস্যরা। গৃহকর্তা হারান আলী বলেন, আগুন লাগার সময় পরিবার সদস্যরা কেউ ছিলনা। আগুনে পুড়ে সবকিছু ভস্মিভূত হয়ে গেছে আমার।

মেহেরপুরে বিআরটিসি বাসের ধাক্কায় ৫ শ্রমিক গুরুতর আহত

মেহেরপুর—চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কের চাঁদপুর নামক স্থানে বেপরোয়া গতির বিআরটিসি বাসের ধাক্কায় ৫ জন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ রবিবার সকাল সাড়ে ৭ টায় মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদপুর গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, শ্রমিক বহনকারী ট্রলির চালক তথা গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের হারেজ উদ্দীনের ছেলে মজনুর রহমান (৪০), মৃত মুনসাদ আলীর ছেলে আব্দুল হামিদ (৬৫), গেদা আলীর মেয়ে আদুরী খাতুন (৬০), আব্দুল হামিদের ছেলে মারুফ হোসেন (৪০) ও মেহেরপুর সদর উপজেলার মোমিনপুর গ্রামের ওফাজ উদ্দীনের মেয়ে সামেনা খাতুন (৫৫)।

আহতদের মধ্যে ট্রলির চালক মজনুর রহমান ও শ্রমিক সামেনা খাতুনের অবস্থা আশংকাজনক বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেছে। আহতরা সবাই কৃষি ক্ষেতের শ্রমিক। সকালের দিকে তারা ট্রলিযোগে চাঁদপুর থেকে চুয়াডাঙ্গার কয়রাডাঙ্গা গ্রামে কচু তোলার কাজ করতে যাচ্ছিলেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কনি মিয়া সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য নিশ্চিত করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান, শ্রমিক বোঝায় ট্রলিটি মেহেরপুর—চুয়াডাঙ্গা সড়ক ধরে যাচ্ছিলো। এসময় মেহেরপুর থেকে ছেড়ে যাওয়া রাজশাহীগামী বেপরোয়া গতির বিআরটিসির একটি বাস পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। বাসের ধাক্কায় শ্রমিক বোঝায় ট্রলিটি পার্শ্ববর্তি খাদে উল্টে পড়ে শ্রমিকরা আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধারের পাশাপাশি মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে তারা ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

এদিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক সাইফুল ইসলাম সবুজ জানান, আহতদের মধ্যে ৪ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য একজনকে রেফার্ড করা হয়েছে।

মেহেরপুরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে আটক ১

মেহেরপুরে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে ২৭ পিচ হেরোইনসহ একজনকে আটক করা হয়।

আজ শনিবার (১৩ জুলাই) রাত ৯ টার দিকে এক মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর রাজধানীপাড়াস্থ মো: আকাশ স্টোরের সামনে থেকে এস এম আব্দুল ওয়াহাব রিপন (৩৩) কে আটক করা হয়েছে।

আটককৃত এস এম আব্দুল ওয়াহাব রিপন মেহেরপুর পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ড পুরাতন বাসষ্ট্যান্ড পাড়ার মৃত আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানায়, মেহেরপুরের হরিরামপুরে মাদক পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে এস এম আব্দুল ওয়াহাব রিপরে দেহ তল্লাশী করে তার পরিহিত টাউজারের ডান পাশের পকেটে একটি ডারবি সিগারেটের প্যাকেটের ভিতর পলিথিন প্যাকেটের মধ্যে মোড়ানো ছোট বড় পুরিয়াসহ ২৭ (সাতাশ) টি হেরোইন পাওয়া যায়। যার ওজন-০৩ (তিন) গ্রাম ও উদ্ধারকৃত হেরোইনের আনুমানিক বাজার মূল্য-৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা।

পরে মেহেরপুর সদর থানায় আটককৃতর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজুর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে জেলা ডেকোরেটর, সাউন্ড, লাইট ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির দ্বিবার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন

মেহেরপুরে জেলা ডেকোরেটর, সাউন্ড, লাইট ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির দ্বিবার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এতে মোঃ সানোয়ার হোসেন সভাপতি ও জহিরুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক পদে জয় পেয়েছে।

আজ শনিবার (১৩ জুলাই) সকাল ১০ টা থেকে ১ টা পর্যন্ত মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুরের মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজ প্রাঙ্গণে একটানা ভোটগ্রহণ হয়। মোট ৮৪ ভোট থেকে কাস্ট হয়েছে ৮৩ টি।

এরপর ভোট গণনা শেষে ফলাফল ঘোষণা করেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আখের আলী।

ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, সভাপতি পদে মোঃ সানোয়ার হোসেন চেয়ার প্রতীক নিয়ে ৫৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দী শাহিনুল ইসলাম ফুল প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ২৭ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ জহিরুল ইসলাম। তার প্রাপ্ত ভোট ৪১। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সাইফুল ইসলাম পেয়েছেন ৫৪ ভোট।

নির্বাচনে ফারুকুজ্জামান লিটন ৪৭ ভোট পেয়ে সহ-সভাপতি, সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে মোঃ হাবিবুর রহমান পুটু ৩৬ ভোট, মোঃ ফিরোজ হোসেন ৪৫ ভোটে সাংগঠনিক সম্পাদক, ক্যাশিয়ার পদে মোঃ জাহিদ হাসান ৩৯ ভোট, দপ্তর সম্পাদক পদে তানিম আহমেদ ৫৭ ভোট এবং প্রচার সম্পাদক পদে মোঃ আতিকুর রহমান ৪৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।

নির্বাহী সদস্য পদে মোঃ সাগর ৫৫, মোঃ শামীম রেজা ৩৩, মোঃ আশিক ইসলাম ৩৯, মোঃ কবির ৩৩ এবং মোঃ খোকন ৫৫ ভোট পেয়ে সদস্য নির্বাচিত হন।

এসময় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির শফিউদ্দিন, গোলাম মোস্তফা, মোঃ

রাশেদ খাঁন, আতিকুর রহমান, বজলুল হক, মোহাম্মদ সাজু প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

ভোটগ্রহণে নিয়োজিত কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সবার নিকট কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

মেহেরপুরে রাস্তা ও ড্রেনের কাজের উদ্বোধন করলেন পৌর মেয়র

মেহেরপুরের ৩ নাম্বার ওয়ার্ড তাঁতি পাড়াই ৫০ লক্ষ টাকার রাস্তা ও ড্রেনের কাজের উদ্বোধন করেছেন পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

শনিবার (১৩ জুলাই) বিকেলে পৌর এলাকার ৩ নং ওয়ার্ডে দোয়া মোনাজাতের মাধ্যমে তাঁতি পাড়ার মোড় থেকে হান্নান মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত এই নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সৈয়দ মোঃ বাপ্পী, ৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আব্দুর রহিম, পৌর যুবলীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান সুইট, জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুর রহমান সাজু, ইউনুস আলী, যুবলীগ নেতা সবুজ, জেলা জাতীয় পার্টির সহ-সভাপতি হামিদুল ইসলাম, জেলা জাতীয় পার্টির সহসম্পাদক মোঃ সুমন পারভেজ, ছাত্র নেতা রায়হান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান জানায়, মেহেরপুরের পৌর এলাকার ৩ নাম্বার ওয়ার্ডে তাঁতি পাড়াই ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ করা হবে।

ভূমি জটিলতায় গাংনী পৌর সুপার মার্কেট নির্মাণ কাজ বন্ধ!

ভূমি জটিলতায় মেহেরপুরের গাংনী বাজারে পৌর সুপার মার্কেট নির্মাণ কাজ আবারও বন্ধ হলো। জেলা প্রশাসক মো: শামিম হাসানের নির্দেশে গাংনী ইউএনও এ কাজ বন্ধ করেন। উচ্চ আদালতের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ভূমি জটিলতা নিরসন না করে গত ১২ জুলাই শুক্রবার পুনরায় কাজ শুরু করেন পৌর মেয়র আহমেদ আলী।

তবে, পৌর কর্তৃপক্ষ বলেছেন হাইকোর্টের আদেশে নির্মাণ কাজ বন্ধের কোনো আদেশ দেননি। ওই রায়ে বলা হয়েছে, দুই মাসের মধ্যে নিস্পত্তির আদেশ দেওয়া হয়েছে, নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার কোনো আদেশ দেননি হাইকোটের মাননীয় বিচারপতি। হাইকোর্টের এই আদেশের ফলে প্রায় ২ মাস নির্মাণ করা বন্ধ ছিল।

আল ফারুক নামের গাংনী পৌর সভার একজন নাগরিক জায়গার মালিকানা নির্ধারণের দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। যার রিট পিটিশন নং ৫০০৩/২০২৪ ইং। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কেএম কামরুল কাদের এবং বিচারপতি খিজির হায়াতের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ গত ১২ মে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিবকে দরখাস্তখানা দুই মাসের মধ্যে নিস্পত্তির আদেশ দেন। এই আদেশের পর দীর্ঘদিন যাবৎ এই মার্কেটটির নির্মাণ কাজ বন্ধ ছিল।

এদিকে বিষয়টির নিস্পত্তি না হওয়ায় হাইকোর্ট বিভাগের এই আদেশের বলে দরখাস্তকারী মো: আল ফারুক মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পৃথক আবেদন করেছেন।

দরখাস্তকারী আল ফারুক বলেন, হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করে গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী হঠাৎ আজ শুক্রবার সকালে পৌর মার্কেট নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন। বিষয়টি জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর আবেদন করা হয়েছে।

নগর উন্নয়ন পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গাংনী পৌর তহহাট ও চালপট্টি সুপার মার্কেটের ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬ কোটি ২৯ লাখ ১৫ হাজার টাকা। চলতি বছরের ১২ই ফেব্রুয়ারী মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য ডা. এএসএম নাজমুল হক সাগর

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন। ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা।

গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী বলেন, সরকারি কাজে কোন পাবলিক বাধা দিতে পারেন না। তারপরও একজন নাগরিক উচ্চ আদালতে রিট করেছিলেন। আমরা দুই মাস কাজ বন্ধ রেখেছিলাম। দুই মাস পরও মন্ত্রণালয় থেকে কোন চিঠি না আসায় আমরা কাজ শুরু করেছি। কারণ পৌর সুপার মার্কেট নির্মাণ প্রকল্পের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। সময়ের মধ্যে না করতে পারলে প্রকল্পের টাকা ফিরে যাবে। এছাড়া ডিসি ও ইউএনওকে জানিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছি।

প্রকল্পের কনসালটেন্ট প্রকৌশলী একরামুল হক বলেন, গাংনী পৌরসভার সুপার মার্কেট নির্মাণ প্রকল্পের ভূমি জটিলতা থাকায় বিষয়টি হেড অফিসে জানিয়েছিলাম। অদ্যবধি হেড অফিস আমাকে কাজ শুরু করার বিষয়ে কিছু জানায়নি। কাজ শুরু হলে সেখানে আমাদের প্রকল্পেরর লোকজনের থাকার কথা ছিলো, এ বিষয়ে আমরা কোন নির্দেশনা পাইনি।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শামীম হাসান বলেন, গাংনী পৌরসভা যে জমিতে প্রকল্প গ্রহণ করেছে ওই জমি সরকারি খাস খতিয়ানের জমি। ওই জমিতে পৌরসভা মার্কেট নির্মাণ করতে পারে না। আমি ইতোমধ্যে গাংনীর ইউএনওকে কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছি। তিনি আরও বলেন, গাংনী পৌর মেয়র আমাকে কাজের বিষয়ে কিছু বলেননি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা বলেন, ডিসি স্যারের নির্দেশে ওই কাজ বন্ধ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এবং বলা হয়েছে ভূমি জটিলতা নিরসণ না করে কাজ করা যাবে না।

মেহেরপুরে ভেজাল বীজ ও বৈরী আবহাওয়ায় ফলন বিপর্যয়ে শসা

চাষিরা

একদিকে অনুন্নত বীজ, অন্যদিকে অবহাওয়া অনুকুল না থাকায় ফলন বিপর্যয়ে কপাল পুড়েছে মেহেরপুরের অন্তত শতাধিক কৃষকের। এতে শসা চাষিরা মোটা অংকের টাকা ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

চাষিদের চাহিদা অনুযায়ী দেশি জাতের শসার বীজের পরিবর্তে অন্য জাতের বীজ সরবরাহ করায় এমন ঘটনা ঘটেছে বলে দাবী চাষীদের। কৃষি বিভাগ বলছেন, চাষিরা লিখিত অভিযোগ করলে বীজের ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন মাঠ ঘুরে দেখা গেছে, মাচা পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীণ শসা আবাদ করেছেন শতশত কৃষক। শসা’র গাছ ভাল হলেও গাছের ডগায় শসা হচ্ছেনা। গ্রামের বিভিন্ন বীজ ভান্ডার থেকে দেশী জাতের শসা বলে জমিতে চারা রোপন করলেও শসা উৎপাদনের সময় তা হয়ে উঠেছে হাইব্রীড। ফলনেও বিপর্যয়। শসা’র ফলন বিপর্যয়ে আবাদের খরচের টাকাও উঠবেনা বলে হতাশায় দিন যাপন করছেন চাষিরা। এসময় শসা বিক্রি করে লাভের আশায় ধার দেনা করে আবাদে খরচ করেছেন বাড়তি টাকা। আশায় ছিলেন বর্ষাকালে শসার ভাল দাম পাবেন। কিন্তু চাষিদের সে আশায় ভাটা পড়েছে। ভেজাল বীজের কারনে মাচা ভর্তি শসার গাছ । লতাপাতায় ও ফুলে ভরপুর জমির মাচা। কিন্তু তাতে শসা নেই। গেল বছর যেসকল জমিতে প্রতি সপ্তায় দেড় থেকে দুই মণ শসা পাওয়া যেত, সেই জমিতে এবছর ১৫ থেকে ২০ কেজি শসা পাওয়া যাচ্ছে। এভাবে কম শসা উৎপাদন হলে খরচের টাকাও উঠবেনা বলে হতাশা ব্যাক্ত করেন চাষিরা।

গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামের চাষি মিলন হোসেন বলেন, কালিগাংনী মাঠের এক বিঘা জমিতে রকেট জাতের শসা লাগিয়েছি। মেহেরপুর শহরের একটি বীজের দোকান থেকে বীজ সংগ্রহ করেছিলাম। দোকানি দেশী জাতের শসা হবে বলে প্রতিশ্রু দিয়েছিলেন। এসময় শসা পাবো বলে ৪ মাস যাবত পরিচর্যা করে আসছি। অনেক আগে থেকেই আমাদের শসা গাছে শসা ধরার কথা। কিন্তু শসা হচ্ছেনা। আর যা হচ্ছে তা হাইব্রীড। প্রতি বিঘা জমিতে এ মৌসুমে সপ্তাহে ৭০ থেকে ৮০ কেজি শসা পাওয়ার আশা। কিন্তু পাচ্ছি মাত্র ২০ থেকে ২৫ কেজি। প্রতি কেজি শসা বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকা থেকে ৪০ টাকায়। এমন ফলন হলে লাভ হওয়া দুরের কথা! আমাদের খরচের টাকা উঠবেনা। ১ বিঘা জমিতে মাচা তৈরী, জমি প্রস্ততকরণ ও বীজ দিয়ে প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়।

গাড়াবাড়িয়া গ্রামের ইশাদুল ইসলাম বলেন, লোকনাথ জাতের শসা’র বীজ কিনেছিলাম গাড়াবাড়িয়া বাজারের সাহারুলের দোকান থেকে। এক বিঘা জমিতে ২০ হাজার টাকা খরচ করেছি। খরচ শেষে এখন শসা বিক্রির সময়। এখন দেখি গাছে শসা ধরছেনা। দুএকটা ধরছে তাও আবার হাইব্রীড। এজাতের শসা মেহেরপুরে বিক্রি করা খুবই মুশকিল। কেউ নিতে চায়না। আবার দামও কম।

ওই গ্রামের তাজিম উদ্দীন প্রতি বছরই গ্রীষ্মকালিণ শসার আবাদ করেন। চলতি বছেরে ৩ বিঘা জমিতে শসা আবাদ করেছেন। তার ভাগ্যেও একই দশা। জমিতে গাছ আছে কিন্তু শসা ধরছেনা। তিনি বলেন আমার জামাই মেহেরপুর থেকে বীজ কিনে এনেছিল। তাকে বিশ্বাস করে শসা লাগিয়ে প্রতারিত হলাম।

শসা চাষি মেহেদি, আকাশ, কালু শেখসহ ক্ষতিগ্রস্থ চাষিরা জানান, অধিক লাভের আশায় গ্রীষ্মকালীণ শসা আবাদ করতে রাত দিন পরিশ্রম করেছি। অসময়ে শসা আবাদে ভাল ফলন পেতে খরচও করেছি বাড়তি টাকা। উৎপাদনের সময় দেখি বীজে ভেজাল, আমরা প্রতারিত হয়েছি। দেশী জাতের শসা এখন হয়ে উঠেছে হাইব্রীড। আবাদে ফলন বিপর্যয় ঘটছে। আমাদের জেলায় প্রতিবছর যে পরিমাণ শসা উৎপাদন হয় তাতে জেলার মানুষের চাহিদা পুরনের পাশাপাশি ঢাকা, বরিশাল, সিলেট রাজশাহীসহ বিভিন্ন বড়বড় শহরে রপ্তানি করে মোটা অংকের টাকা লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু এ বছর শসার ফলন না থাকায় আমাদের এলাকার চাহিদাটুকু পুরুন করা সম্ভব হচ্ছেনা।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক বিজয় কৃঞ্চ হালদার বলেন, চলতি বছর জেলার বিভিন্ন এলাকায় ৬০ হেক্টর জমিতে শসার আবাদ হয়েছে। এতে ১৮০০ টন শসা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। গত বছরেও চাষিরা শসা আবাদে ভাল ফলন পেয়েছে এবং লাভবান হয়েছে। ভেজাল বীজের বিষয়ে কোন কৃষক আমাদের কাছে অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে বৈরী আবহাওয়ার কারনে শসা’র ফল বিপর্যয় ঘটতে পারে। অনেক গাছে পর্যাপ্ত ফুল হচ্ছে কিন্তু ফল ঝরে যাচ্ছে বলে শূনেছি। আমরা কৃষকদের বিভিন্ন পরামর্শ অব্যাহত রেখেছি।